দৈনিক ইনকিলাব

07 JUL 198

স্মরণে

জন্মঃ ১০ জুলাই ১৮৮৫/মৃত্যুঃ ১৩ জুলাই ১৯৬৯।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান

স্মৃতিতে উজ্জ্বল এক অবিস্মরণীয় নাম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। যাঁর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য, জ্ঞানানুশীলন ও গবেষণা, অবিচল ধর্মনিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেম, শিক্ষাদান ও সহিষ্ণুতা, মানবতাবোধ ও প্রগতিশীলতা আমাদের মধ্যে রেখে গেছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এসব গুণাবলীর জন্য তিনি নিরন্তর স্মরণযোগ্য এ কালের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব—মনীষী, মহাপুরুষ।

জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই, চব্বিশ পরগণার বশিরহাট মহকুমার পিয়ারা গ্রামে। পিতাঃ মুনসী মফিজউদ্দিন আহমদ, মা নুরুন্নিসা খাতুন। তিনি হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৪), কোলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে এফ এ (১৯০৬), সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতি অনার্সসহ বিএ (১৯১০) পাস করার পর ১৯১২ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল পাস করেন এবং ১৯২৬-২৮ এ প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ও ডিপ্লোফোন ডিগ্রী লাভ করেন।

দায়িত্ব পালন করেন। এই কর্মময় জীবনে তিনি প্রায় চল্লিশটি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং এ সময়ে ও অব্যবহিত পরে তিনি বহু জাতীয় সংগঠন, সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সংগঠন এবং কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছেঃ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্পাদক (১৯১১-১৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিষদের সদস্য (১৯৫৫-৫৮), করাচীর উর্দু উন্নয়ন সংস্থার উর্দু অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক (১৯৫৯-৬০), বাংলা একাডেমীর পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ইসলামিক বিশ্বকোষ প্রকল্পের প্রধান সম্পাদক (১৯৬০-৬৭), কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯৬৩-৬৭), এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৯৬১-৬৪) এবং ঢাকাস্থ এলায়েন্স ফ্রান্সের সভাপতি (১৯৬৩-৬৭)। ১৯৬৩-৬৪তে তিনি ইসলামিক একাডেমীর (বর্তমানে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) কার্য নির্বাহক সভার সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রধান বিচারক (বাংলা ভাষা) ছিলেন আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬১-৬৫) এবং দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৩-৬৭)-এর। মূলত এসব সংগঠনের কাজকর্মে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি এবং ভূমিকা ছিল অপরিহার্য।

বাইশ বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশ থেকে শুরু করে শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জ্ঞানানুশীলন ও সাহিত্য সাধনা ছিল অব্যাহত। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য গবেষণামূলক রচনা তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান অবলম্বন হলেও তিনি গল্প লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, পাঠ্যবই রচনা করেছেন, ধর্ম-সমাজ, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন, পুস্তক সমালোচনা করেছেন এবং গ্রন্থ ও কয়েকটি মূল্যবান পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তালিকা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কয়েকটির নাম সন্নিবেশ করছিঃ ভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩১), বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৫), ইকবাল (জীবনী ও আলোচনা, ১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (প্রবন্ধ, ১৯৪৮), বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন যুগ, ১৯৫৩), বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ডঃ মধ্য যুগ, ১৯৬৫), বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫৯), শেষ নবীর সন্ধানে (প্রবন্ধ, ১৯৬১), ইসলাম প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ, ১৯৬৩), কুরআন প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ, ১৯৭০), দীওয়ান-ই-হাফিজ (জীবনী, আলোচনা ও ৬০টি দিওয়ানের অনুবাদ, ১৯৫৯), শিকওয়াহ ও জওআব-ই-শিকওয়াহ (অনুবাদ, ১৯৪২, মূলঃ আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল), অমিয় বাণী শতক (মূলসহ